OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 75
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 681 - 685
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iii, Published on July issue 2026, Page No. 681 - 685
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

চন্দ্রনাথ বসু ও বঙ্গভঙ্গ : একটি পর্যালোচনা

অনুরাধা বসু
গবেষক, ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: anuradhabasu07@gmail.com
0009-0003-6987-4160

Received Date *15. 06. 2026*
Selection Date *15. 07. 2026*

Keyword
Hindutva, economic nationalism, brainchild, conservative, staunch, orthodox, chauvinism, impersonal voice, contemporaneous, pamphlets.

Abstract

Born on 31st August 1844 in a small village of Hoogli, Chandranath had a remarkable career as a student and was also successful in his professional life. In his early youth, he became a prominent personality in the literary circle of Bankimchandra Chattopadhyay (1838-1894) and became a frequent contributor to Bankim's Bangadarshan and Prachar.

Chandranath is 'first' in many ways. he coined the term 'Hindutva' in 1892. After the establishment of Calcutta University (1857), he was the first, 'first class first' in history. He was the pioneer of economic nationalism of Bengal. actually the idea of 'Atmanirbhar Bharat' is the brainchild of Chandranath.

But in the present day, only scholars have some ideas about him. where they know Chandranath Basu as a 'conservative' or a 'staunch' or an 'orthodox.' Consciously or unconsciously the critics criticize him as an orthodox hindu.

Researcher Apurba kumar Roy noticed him, as 'directed by chauvinism' ('উগ্র জাতীয়তাবাদের দ্বারা পরিচালিত'), but we think, instead of sword, he picks pen against the British. In1905 when the whole Bengal were roaring against the partition, then some essays of him were intense whipping against British. He was explained in details and wrote an article in the 'Bangabasee' about how impractical Lord Curjon's proposal of Bengal's partition. Then it was published by 'Bengal Medical Library' namely Partition-Riddle (1906). Interestingly, Chandranath was not written a single word about the anti-partition movement of Bengal in the article. He explained the pointlessness of the Partition of Bengal. It was like an open letter in impersonal voice to the British Government. In 'The Swadeshi Movement in Bengal 1903-1908', Sumit Sarkar specially mentioned five contemporaneous pamphlets against the partition of Bengal in first phase. Among of them, two are written by Mr. Basu alone.

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 75
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 681 - 685
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Chandranath Basu and the Partition of Bengal: A Review is about Chandranath's then highly praised 'Partition Riddle' (1906), which forced us to, re-thinking about Chandranath, instead of his well-known identity.

Discussion

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করে থাকলেও চন্দ্রনাথ বসু (১৮৪৪–১৯১০) আজ বিস্মৃতপ্রায় বা নামে মাত্র পরিচিত। বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫) সম্বন্ধে সমাজের প্রায় সর্বস্তরের মানুষের কম-বেশি ধারণা থাকলেও চন্দ্রনাথ বসু সম্পর্কে সারস্বত সমাজ ব্যতীত সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষই যে তাঁর নামটুকু সম্বন্ধেও অবগত নন, একথা অবশ্যই জোরের সাথে বলা যায়। অন্যদিকে শিক্ষিত সমাজের অনেকেই তাঁকে বিশেষিত করেছেন, 'গোঁড়া', 'রক্ষণশীল' বা 'কট্টরপন্থী' ইত্যাদি বিশেষণে। আধুনিক প্রেক্ষাপটে তথাকথিত সমালোচকদের নজরে চন্দ্রনাথ পরিচিত 'রক্ষণশীল হিন্দুত্বের ধ্বজাধারী' হিসেবে। অথচ একদিকে তিনি যেমন 'হিন্দুত্ব' শব্দটির প্রবর্তক, তেমনি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অন্যতম হোতা। আবার বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সপক্ষে ইংরেজ শাসনের বিরূদ্ধে কলম ধরতেও তিনি দ্বিধাবোধ করেননি। অথচ জাতীয়তাবাদের আলোচনায় তিনি ব্রাত্য।

বর্তমান শতাব্দীর একের দশক থেকে সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে সর্বাধিক চর্চিত শব্দ বোধহয় 'হিন্দুত্ব'। শব্দটি এখন সরকার বিরোধী সকলেই নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করছেন। সেইসূত্রে চন্দ্রনাথ বসুও খানিকটা প্রচারের আলো পাচ্ছেন। (যদিও 'হিন্দুত্ব'র জনক হিসেবে সাভারকারকে কৃতিত্ব দেওয়ার প্রবল চেষ্টা, তথাপি যেমন কান টানলেই মাথা আসে ঠিক তেমনই শব্দটির উৎস খুঁজতে গিয়ে চন্দ্রনাথকে নিয়ে আবার আলোচনা শুরু হয়।) কিন্তু সবটাই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে। অথচ এদেশের রাজনৈতিক সচেতনতার প্রায় জন্মলগ্ন থেকেই তার সাথে জড়িত, চন্দ্রনাথের তৎকালীন রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে লেখাগুলোর ব্যাপারে, সমালোচকেরা আশ্চর্যজনকভাবে নীরব। সেই মৌনতা ভেঙে ভিন্ন দৃষ্টিতে বঙ্গভঙ্গের আবহাওয়ায় তাঁকে বুঝতে চেষ্টা করা হয়েছে আমাদের গবেষণায়।

প্রথম পর্যায়ে বঙ্গভঙ্গের বিপক্ষে সুমিত সরকার ইংরেজি ভাষায় লেখা সমসাময়িক যে পাঁচটি পুস্তিকার কথা উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে দুটিই চন্দ্রনাথের লেখা। লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব যে কতখানি অবাস্তব তা বিশদে ব্যাখ্যা করে তিনি বঙ্গবাসী পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লেখেন। পরে 'পার্টিসন'-প্রহেলিকা (১৯০৬) নামে বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী থেকে লেখাটি প্রকাশিত হয়। উল্লেখ্য 'পার্টিসন'-প্রহেলিকা'য় চন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন নিয়ে একটি শব্দও লেখেননি, বঙ্গবিভাগের অসারতা ব্যাখ্যা করেছেন। প্রবন্ধটি যেন ব্রিটিশ সরকারের প্রতি ভাববাচ্যে লেখা একটি খোলা চিঠি। আলোচ্য সন্দর্ভে সমসাময়িককালে বহু প্রশংসিত 'পার্টিসন প্রহেলিকা' চন্দ্রনাথের আপাত পরিচিত ছবির বদলে তাঁকে নিয়ে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করে।

বলাই বাহুল্য বঙ্গভঙ্গ নিয়ে এ পর্যন্ত বিস্তর আলোচনা হয়েছে। সে আলোচনায় আমরা যাবো না। সুমিত সরকার উল্লিখিত পুস্তিকাগুলির মধ্যে চন্দ্রনাথ বসু লিখিত পুস্তিকাগুলি ছিল যথাক্রমে – The Partition Riddle (1906) এবং The partition Agitation (1906) অন্যান্য পুস্তিকাগুলি ছিল যথাক্রমে – An Open Letter to Lord Curzon (1904), The Case Against the Break-up of Bengal (1905) এবং All About Partition (1905). এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বাংলায় লিখিত প্রবন্ধটিই চন্দ্রনাথ বসু ইংরেজিতে অনুবাদ করে ছাপান। নাম হয় 'The Partition Riddle' - based on the Bangabasi Newspaper. তৎকালীন সময়ে পুস্তিকাটি যথেষ্ট প্রশংসিত হয়। উক্ত পুস্তিকার বক্তব্যকে বিশদে ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে লিখিত হয় মাত্র সাত পৃষ্ঠার 'The Partition Agitation'. লেখকের নামের পরিবর্তে লেখা হয় 'Explained by the writer of the Partition Riddle.'

আমাদের আলোচ্য বাংলায় লিখিত 'পার্টিসন' প্রহেলিকা। আঠের পৃষ্ঠায় বিন্যস্ত 'পার্টিসন' প্রহেলিকাকে উপসংহার ব্যতীত তিনটি ভাগে আলোচনা করেছেন লেখক - ১) পার্টিসন হয় নাই কি? ২) পার্টিসনের প্রয়োজনীয়তা, ৩) পার্টিসনে ধনবৃদ্ধি।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 75
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 681 - 685
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

'পার্টিসন' শব্দটিতে প্রবল আপত্তি ছিল বঙ্গভঙ্গের হোতা লর্ড কার্জন-সহ সংখ্যাগরিষ্ঠ ব্রিটিশ আধিকারীকদের। ঢাকায় তাঁর বক্তৃতায় লর্ড কার্জন বলেছিলেন –

> "The subject, however, that is chiefly filling your minds is evidently that of the so called partition of Bengal, although that is not exactly the phrase that I should employ."[১]

বঙ্গবিভাগ সম্বন্ধে ইংরেজ সরকারের যুক্তি ছিল যে, বঙ্গে কেবল একপ্রস্ত কর্মচারীর বদলে দু'প্রস্ত কর্মচারীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সুতরাং পার্টিসন শব্দটি ব্যবহার করলে লোককে ভুল বোঝান হয়। এ প্রসঙ্গে তাঁদের যুক্তি ছিল যে, পোল্যাণ্ডকে তিনভাগ করে, প্রতিটি ভাগকে তিনটি ভিন্ন রাজ্যের সঙ্গে যেমন যুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল, বঙ্গে তেমন কিছুই হয়নি বলে একে কোন ভাবেই পার্টিসন বলা যেতে পারে না। বিপরীতে চন্দ্রনাথের যুক্তি ছিল, বর্ধিত একান্নবর্তী পরিবারের অধ্যক্ষতায় অসমর্থ হলে সংসার ও সম্পত্তির ভাগ করা হয়।

> "ইহাকে চলিত কথাতেও পার্টিসন বলে, আইন আদালতের ভাষাতেও পার্টিসন বলে।"[২]

বঙ্গেও অনুরূপ হয়েছে। সীমানা নির্দিষ্ট করে তাকে দু-ভাগে ভাগ করে, ভিন্ন ভাগের স্বতন্ত্র কর্তা বা ছোট লাট, স্বতন্ত্র কর্মচারী, স্বতন্ত্র তহবিল করা হয়েছে। সরকারের কাছে লেখকের জিজ্ঞাস্য, -

> "তবে বঙ্গের সম্বন্ধে যাহা করা হইল তাহাকে বঙ্গের পার্টিসন বলিব না কেন, বলিলে দোষইবা হইবে কেন, ভুল কথাই বা বলা হইবে কেন—রাজপুরুষেরা অনুগ্রহ করিয়া এই প্রশ্নের উত্তর দিবেন কি? আর বঙ্গ সম্বন্ধে তাঁহারা যাহা করিলেন, তাহাকে পার্টিসন বলিতে তাঁহারা কি জন্য এত অনিচ্ছুক তাহাও বলিয়া বাধিত করিবেন কি?"[৩]

পার্টিসনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে সরকারের কিছু যুক্তি ছিল— ১) লোকসংখ্যার আধিক্য, ২) বঙ্গরাজ্যের বিস্তার বড় বেশি বলে সুচারুরূপে শাসনকার্যে অসুবিধা, ৩) সুশাসনের জন্য প্রজার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা স্থাপন, ৪) সমৃদ্ধি বৃদ্ধি। চন্দ্রনাথ যুক্তি দেখিয়েছেন যে, লোকাধিক্যে কাজ বাড়ে সরকারী কয়েকটি বিভাগের মাত্র। প্রধানত ডাক ও পুলিশ বিভাগের। এছাড়া লোকাধিক্যে মামলা-মোকদ্দমা বৃদ্ধি পাওয়ার দরুন আদালতের কাজও বৃদ্ধি পায়। ছাত্র সংখ্যা বাড়ে বলে স্কুল বৃদ্ধিবশতঃ শিক্ষা বিভাগের কাজও বাড়ে। কিন্তু এর জন্য পার্টিসনের প্রয়োজন হয় না, যোগ্যতম এবং অতিরিক্ত সেক্রেটারী নিযুক্ত করলেই এই সমস্যার সমাধান হতে পারে। লোকাধিক্যের যুক্তিকে নস্যাৎ করে লেখকের মন্তব্য –

> "আমাদের ঘোর সন্দেহ, বঙ্গের লোকসংখ্যার আধিক্যের জন্য উহার পার্টিসন করা হয় নাই; পূর্ব্বের আইন-সুবিচার-এবং-সুবিবেচনা মূলক শাসনপ্রণালী ছাড়িয়া দিয়া autocratic প্রণালীতে শাসন করিবার অভিপ্রায়ে উহার পার্টিসন করা হইল।"[৪]

বৃটিশ সরকার মনের ভাব ছিল, বঙ্গ রাজ্যের বিস্তার অত্যধিক বলে রাজধানী থেকে দূরস্থিত স্থান সুশাসিত হতে পারে না। বঙ্গ বিস্তারের এই যুক্তিকেও চন্দ্রনাথ লোকসংখ্যার মত অর্থহীন মনে করেছেন। কারণ যেখানেই কোন ঘটনা ঘটুক না কেন, বঙ্গের সর্বত্রই শাসন প্রণালী এক। যে কোন তদন্তেই প্রথমে চৌকিদার, তার পর পুলিস, ম্যাজিষ্ট্রেট, কমিশনর এবং সবশেষে গবর্ণমেণ্ট এই ক্রমানুসারে তদন্ত চলে। ঘটনাস্থান ছোটলাটের প্রাসাদ থেকে দূরে হলে তদন্ত দেরিতে এবং জটিল পদ্ধতিতে হবে ও নিকটে হলে সংক্ষিপ্ত ও সরল পদ্ধতিতে হবে, এমনটা নয়। ইংরেজ শাসন প্রণালীতে প্রতিটি জেলাই যেন সম্পন্ন বা অনন্যসাপেক্ষ। তাই তাঁদের কাছে লেখকের জিজ্ঞাস্য, -

> "ইংরাজের শাসন যন্ত্রের গঠনের গুণে দূরত্ব নিকটত্বের প্রভেদ যখন নাই বলিলেই হয়, তখন এই পার্টিসন ব্যাপারে তিনি দূরত্ব-নিকটত্বের কথা কহিলেন কেন, অনুগ্রহ করিয়া বুঝাইয়া দিবেন কি?"[৫]

প্রসঙ্গতঃ লর্ড কার্জন তাঁর পার্টিসন প্রস্তাবের সমর্থনে ঢাকা কলেজের তৎকালীন দুরাবস্থার (আঁতেমারা, কম সংখ্যক অধ্যাপক, তাঁদের কম বেতন, ছাত্র ও অধ্যাপকদের মেশামেশির স্থানাভাব, উত্তম ছাত্রাবাসের অভাব ইত্যাদি) জন্য রাজধানী কলকাতা থেকে ঢাকার দূরত্বকে দায়ী করেছিলেন। চন্দ্রনাথ কার্জনের এই আরোপকে ভ্রমাত্মক প্রতিপন্ন করে পরোক্ষে তাঁকেই এই অব্যবস্থার জন্য দায়ী করেছেন। কার্জন ঢাকা কলেজের শোচনীয় অবস্থার কথা শুনিয়েছিলেন, চন্দ্রনাথ কলকাতা থেকে মাত্র বারো ক্রোশ দূরে অবস্থিত হুগলী কলেজ, কৃষ্ণনগর কলেজ এবং খোদ রাজধানী স্থিত প্রেসিডেন্সি কলেজেরও

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 75
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 681 - 685
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সমান শোচনীয় অবস্থার কথাও বললেন এবং এর জন্য দায়ী করলেন লর্ড মেয়োর সময়কার শিক্ষানীতির পরিবর্তনকে। অর্থাৎ উচ্চশিক্ষা খাতে ব্যয় হ্রাস করাকে। ঘটনাটা ভারত গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমেই হয়েছিল এবং গবর্ণমেণ্টের অধ্যক্ষ হয়ে লর্ড কার্জন এ বিষয়ে অজ্ঞাত ছিলেন, তা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয় বলেই মনে করেছেন লেখক।

চন্দ্রনাথ বাবু বিশ্বাস করতেন যে, শাসন ব্যবস্থার ত্রুটির সাথে রাজধানী থেকে কোন স্থানের দূরত্ব বা নিকটত্ব নির্ভর করে না। আসল কারণ কর্মচারীদের অবহেলা এবং এই কারণেই পার্টিসন প্রস্তাবের বহু আগে থেকেই ময়মনসিংহ জেলা ভেঙে দুটো জেলা করার কথা শোনা গেলেও কার্যত তা হয়নি। ঢাকা কলেজ এবং ময়মনসিংহ জেলা — উভয় ক্ষেত্রেই "লর্ডকর্জ্জন লোকের চক্ষে কেবল ধূলা দিয়া জয়লাভ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন"[৬] বলে তীব্র অসন্তোষ ঝরে পড়েছে লেখকের কলমে।

সুশাসনের জন্য প্রজার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ইংরেজ সরকারের সাথে চন্দ্রনাথও একমত ছিলেন। কিন্তু কার্যত ভারতের প্রজাদের চেনা, বোঝা, দয়া করা বা ভালোবাসার প্রবৃত্তিই ইংরেজ কর্মচারীদের নেই বলেই মনে করেছেন লেখক। থাকলে রাজা-প্রজার ঘনিষ্ঠতা স্থাপনের জন্য বঙ্গের পার্টিসনের প্রয়োজন হত না। রাজকর্মচারী বলতে তিনি ম্যাজিস্ট্রেট, কমিশনর, গবর্ণর জেনেরেল, গবর্ণর, লেফট্যান্যান্ট গবর্ণরের কথা বলেছেন। লেফট্যান্যাণ্ট গবর্ণর ও প্রজাদের সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে একটি বাস্তবিক চিত্র তুলে ধরেছেন লেখক। সাধারণ প্রজাকে প্রায়ই তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে দেওয়া হয় না। এমনকি প্রধান ব্যাক্তিদের মধ্যেও সবাইকে তাঁর নিকট যেতে দেওয়া হয় না। প্রজাদের দুঃখ-কষ্ট ও কর্তাদের অকাজ-কুকাজের নমুনা যাতে তাঁর চোখে না পড়ে, তার জন্য আগে থেকেই বিশেষ বন্দোবস্ত করা হয়ে থাকে। এমনকি মিউনিসিপালটি, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড প্রভৃতি অভিনন্দন পত্র দেবার অধিকারীরাও কেবল সেই কথাগুলোই বলতে পারেন, যেগুলো ম্যাজিস্ট্রেট ও কমিশনর তাঁদের বলতে দেন। প্রজার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হলেই সুশাসন হয়, আর পার্টিসন ছাড়া প্রজার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হতে পারে না, পার্টিসনের সপক্ষে এই যুক্তি যে কতটা ভিত্তিহীন তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন চন্দ্রনাথবাবু।

পার্টিসন নিয়ে প্রথমাবধি সরকারের একটা 'লুকোছাপা' ভাব ছিল। একদিকে সরকার বলেছিল যে, 'পার্টিসন অনেক বড় বড় রাজপুরুষের অনুমোদিত।' কিন্তু সেইসব রাজপুরুষদের নাম উল্লেখ করেনি। অথচ স্যার চার্লস্ স্টিভেন্স, স্যার হেনরী কটন এবং বেভারিজের মত বঙ্গ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতম ইংরেজরা পার্টিসনের বিরোধী ছিলেন। বঙ্গবাসী ভেবেছিল, পার্টিসন নিয়ে সমস্ত কাজই 'above board' সম্পূর্ণ খোলাখুলি ভাবেই হবে। কিন্তু কার্যত পার্টিসন সংক্রান্ত অনেক কাজই খোলাখুলি ভাবে হল না। ইংরেজ সরকার যেন ইচ্ছে করেই বাঙালির কাছে 'পার্টিসন' বিষয়টিকে প্রহেলিকা বানিয়ে রাখল।

পার্টিসনের সপক্ষে গবর্ণমেণ্টের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল যে, নতুন গবর্ণমেণ্ট হলে পূর্ববঙ্গের আর্থিক সমৃদ্ধি খুব বাড়বে। কিন্তু এ বিষয়ে লেখক যথেষ্ঠ সন্দিহান ছিলেন। বঙ্গবিভাগের ফলে ইংরেজ বণিকের ধনভাণ্ডার উপচে পড়বে কিন্তু পূর্ববঙ্গের হিন্দু মুসলমানের অদৃষ্টে আর্থিক সমৃদ্ধি ঘটবে না বলেই মনে করেছিলেন তিনি। এ প্রসঙ্গে তিনি চট্টগ্রামে স্যার জোসেফ ব্যাম্পফিল্ড ফুলর (১৮৫৪–১৯৩৫) প্রদত্ত ভাষণের কিছু অংশ উদ্ধৃত করেছেন।

> "...Yet we must look forward unflinchingly to the day when green banks will give way to lines of jetties, pontoons and warehouses, and when the foliage which now adorns the harbour front will be replaced by a bristling fringe of masts, funnels and steam cranes."[৭] (১৫ মার্চ, ১৯০৫)

এ প্রসঙ্গে লেখকের ব্যাঙ্গোক্তি, -

> "কিন্তু ওগুলা গরীব ভারতবাসীর সমৃদ্ধির বা দুঃখ-দারিদ্র হ্রাসের নিদর্শন বলিয়া বুঝিতে পারি নাই। ওগুলা কেবল ইংরাজের সম্পদ বৃদ্ধির নিদর্শন, আমাদের কপালের দোষে ইহাই আমরা বুঝিয়াছি।"[৮]

চন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন যে, বঙ্গবিভাগের ফলে পূর্ব বঙ্গে ইংরেজ বণিকের ধনভাণ্ডার ফুলে ফেঁপে উঠলেও সেখানকার হিন্দু-মুসলমান প্রজাসাধারণের অবস্থার ইতর বিশেষ কিছুই হবে না। একদা কৃষক দু' টাকার জায়গায় ন' সিকি (দু টাকা পঁচিশ পয়সা) রোজগার করলেও মদ, মামলা আর বাবুগিরিতেই সব উড়িয়ে দেবে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 75
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 681 - 685
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বঙ্গবিভাগের আবহাওয়ায়, 'জেটি, পণ্টুন, মাস্তুল, ক্রেণ, ওয়ারহৌস' নিয়ে যে আশংকা চন্দ্রনাথের ছিল, তারই পূর্নাঙ্গরূপ যেন ১৯৪৭ এর দেশভাগের পটভূমিকায় লেখা অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯৩০–২০১৯) 'অলৌকিক জলযান' এ আবর্তিত হয়। "বাঙ্গালী অন্নের কাঙ্গাল, ধনাগম হইলে যথার্থই ধন্য হইবে,"[৯] এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না তাঁর। কিন্তু দু টাকার পরিবর্তে ন' সিকে রোজগার করেও মদ, মামলা ও মিহিয়ানায় কষ্টলব্ধ সেই অর্থ উড়িয়ে দেবার আশঙ্কায় শঙ্কিত ছিলেন তিনি।

সাহিত্যসেবী চন্দ্রনাথ বসু দীর্ঘ সময় (১ জানুয়ারী ১৮৮৭ নিযুক্তি, ১ জানুয়ারী ১৯০৪ অবসর গ্রহণ) সরকারের অনুবাদকের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। শারীরিকভাবে তিনি বঙ্গভঙ্গের বিরূদ্ধে মিটিং, মিছিলে যোগদান করেননি একথা অনস্বীকার্য। ষাঠোর্ধ লেখকের পক্ষে তা সম্ভবও ছিল না। ব্রিটিশ সরকারের বিরূদ্ধে তাঁর প্রতিবাদের অস্ত্র ছিল তাঁর কলম। তাই ভারতসভার (১৮৭৬) অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য চন্দ্রনাথ বসু বঙ্গভঙ্গের বিরূদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে অসির পরিবর্তে মসীকেই করেছিলেন তাঁর হাতিয়ার।

Reference:

১. বসু, চন্দ্রনাথ, ১৯০৬, 'পার্টিসন' প্রহেলিকা, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী, কলিকাতা, পৃ. ১
২. তদেব, পৃ. ২
৩. তদেব, পৃ. ৩
৪. তদেব, পৃ. ৫
৫. তদেব, পৃ. ৬
৬. তদেব, পৃ. ১২
৭. তদেব, পৃ. ১৭
৮. তদেব, পৃ. ১৮
৯. তদেব, পৃ. ১৭

Bibliography:

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৬২, অলৌকিক জলযান, কলকাতা
করুণাময় মজুমদার, ১৯৮৪, চন্দ্রনাথ বসুঃজীবন ও সাহিত্য, জি.এ.ই.পাবলিশার্স, কলকাতা
Sumit Sarkar, 1973, The Swadeshi Movement in Bengal 1903-1908, People's Publishing House, New Delhi